মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৯১

পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

পরিচ্ছেদঃ ৩. প্রথম অনুচ্ছেদ - তাকদীরের প্রতি ঈমান

بَابُ الْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ

আরবী

وَعَن أبي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وَجل لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْل حجابه النُّور» . رَوَاهُ مُسلم

বাংলা

৯১-[১৩] আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয়সহ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেনঃ (১) আল্লাহ তা’আলা কক্ষনো ঘুমান না। (২) ঘুমানো তাঁর পক্ষে সাজেও না। (৩) তিনি দাঁড়িপাল্লা উঁচু-নিচু করেন [সৃষ্টির রিযক্ব (রিজিক/রিযিক) ও আ’মাল প্রভৃতি নির্ধারিত করে থাকেন]। (৪) রাতের ’আমল দিনের ’আমলের পূর্বে, আর দিনের ’আমল রাতের ’আমলের পূর্বেই তার নিকটে পৌঁছানো হয় এবং (৫) তাঁর [এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে] পর্দা হচ্ছে নূর [জ্যোতি]। যদি তিনি এ পর্দা সরিয়ে দিতেন, তবে তাঁর চেহারার নূর সৃষ্টিজগতের দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত সব কিছুকেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিত। (মুসলিম)[1]

English

Chapter: Belief in the Divine Decree - Section 1

Abu'Musa said :
God’s messenger stood up among us and made five statements, saying, “God does not sleep, as it is unfitting that He should do so; He lowers the scale and raises it up; the deeds done by night are taken up to Him before the day’s deeds are done; the deeds done by day before the night’s deeds are done; His veil is light, if He were to remove it His majesty would burn up all His creation which was reached by His glance.”

Muslim transmitted it.

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ১৭৯, ইবনু মাজাহ ১৯৬, আহমাদ ১৯৫৩০, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৬৬, সহীহ আল জামি‘ ১৮৬০।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُه) অর্থ মীযান বা দাঁড়িপাল্লাকে قِسْطٌ নামকরণ করা হয়েছে। এজন্য যে, তা দ্বারা বণ্টন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ন্যায় আচরণ সংঘটিত হয়। এ অর্থ আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস (يَرْفَعُ الْمِيْزَانَ وَيَرْفَعُه) এর সমর্থন করে। এও বলা হয় যে, قِسْطٌ দ্বারা রিযক্ব (রিজিক/রিযিক) উদ্দেশ্য। কেননা তা প্রত্যেক মাখলূক্বের জন্য নির্ধারিত। নীচু করা অর্থ তা কমিয়ে দেয়া। আর উঁচু করা অর্থ বাড়িয়ে দেয়া। তিনি কখনো রিযক্ব (রিজিক/রিযিক) সংকোচন করে তা নীচু করে দেন। আবার কখনো তা প্রশস্ত করে পাল্লা উঁচু করে দেন।

(حِجَابُهُ النُّوْرُ) হিজাবের প্রকৃত অর্থ পর্দা যা দর্শনার্থী এবং প্রদর্শিত বস্তুর মাঝখানে বাধার সৃষ্টি করে। এখানে উদ্দেশ্য হলো সে প্রতিবন্ধক যা সৃষ্টিকে তাঁর দর্শন হতে বিরত রাখে।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ মূসা আল- আশ'আরী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54650

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন